

ক্যাম্পাসে মিছিল, সমাবেশ

(হিতৈষীক রিপোর্ট)

গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যা প্রান্তে বোমের দাবীসহ অন্যান্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (আ-অ) প্রায় একই সময়ে একই স্থানে সমাবেশ আহ্বান করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অনেকের আশঙ্কা দেখা দিলেও অপ্রতীক্ৰম কিছু ঘটে নাই। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার ছাত্র সংগঠনসমূহের মিছিল সমাবেশ শুরু পূর্বে ভিলি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা মধুর কেটিনে যান। ছাত্র নেতাদের সাথে কথা বলেন। মধুর কেটিনের একটি টেবিলে ছাত্র দল নেতা বায়রুল কবীর খোকন, ছাত্র লীগ (আ-অ) নেতা শাহে আলমসহ ছাত্রদল, ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকে বসাইয়া ভিলি কয়েক মিনিট তাহাফের সহিত আলাপ করেন। ভিলি চলিয়া যাওয়ার পর প্রথমে ছাত্র দলের মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেসক্লাব অভিমুখে যাত্রা করিলে মধুর কেটিনে হটতে প্রথমে ছাত্রলীগের (আ-অ), পরে আতীত ছাত্রলীগের মিছিল বাহির হয়। এই সময় আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসে। একদিকে দমকা বাতাস, অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনগুলির মিছিলে শোগানে ক্যাম্পাসের কলাভবন সুরগরম হইয়া উঠে। ক্যাম্পাসে বি,ডি, আর পুলিশের টহল অব্যাহত ছিল। গতকালও রিকশা ছাড়া অন্যকোন যানবাহনকে ক্যাম্পাসে চলাচল করিতে দেওয়া হয় নাই।

ছাত্রদল

ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে আতীতদাবী ছাত্রদল গতকাল অরুণ শ্রমশালার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী বেগম বানেন্দা জিয়ার নিকট স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। ইহার আগে ছাত্রদল মিছিলসহকারে টি,এস,সি, হাইকোর্ট হইয়া আতীত প্রেসক্লাবে সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে উবেগ প্রকাশ করিয়া বলা হয়, ডাঃ মিলনের হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত লম্বাঙ্গীদের সংগঠনে আশ্রয় দিয়া ছাত্রলীগ (আ-অ) শিকার পরিবেশ বিধিত করিয়াছে। ফলস্বরূপ হক মিলনের সভাপতিত্বে এই সভায় নাজিমউদ্দিন আলম, কামরুজ্জামান রতন, আলী আকাশ নাদির বক্তৃতা করেন।